www.AmarIslam.com

রিসালা নং: ৮৬

ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি

শায়খে তরিকত আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত
দা'ওয়াতে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتهم العالیه

www.AmarIslam.com

১

ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল, اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

اَللّٰهُمَّ افۡتَحۡ عَلَیۡنَا حِکۡمَتَكَ وَانۡشُرۡ

عَلَیۡنَا رَحۡمَتَكَ یَا ذَا الۡجَلَالِ وَالۡاِکۡرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি

শয়তান যতই বাধাঁ দিক না কেন, এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে শেষ করে আপনার আখিরাতের সম্বল তৈরি করুন।

মৃত আত্মীয়-স্বজনদেরকে স্বপ্নে দেখার উপায়

হযরত আল্লামা আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আহমদ মালেকী কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খিদমতে হাজির হয়ে এক মহিলা আবেদন করল, আমার যুবতী মেয়ে মারা গেছে। এমন কোন আমল আছে কি না, যা করলে আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পাব? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মহিলাটিকে ঐ আমল বলে দিলেন। মহিলাটি তার মরহুমা কন্যাটিকে স্বপ্নে তো দেখলেন, কিন্তু এমন অবস্থায় দেখলেন যে, তার শরীরে আলকাতরার পোষাক ছিল। তার ঘাড়ে শিকল আর পায়ে লোহার বেড়ি ছিল। ভয়ানক এই দৃশ্য দেখে মহিলাটি কেঁপে উঠল! পরের দিন সে এসে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে স্বপ্নের কথা বললেন। স্বপ্নটি শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে গেলেন। কিছু দিন পর হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এক মেয়েকে স্বপ্নে দেখলেন। মেয়েটি জান্নাতে একটি আসনে মাথায় তাজ পরে বসে আছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে দেখে মেয়েটি বলল:

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আমি হলাম সেই মহিলাটিরই কন্যা, যিনি আপনাকে আমার অবস্থার কথা বলেছিলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বললেন: মহিলাটির কথা মত কন্যা তো আজাবে লিপ্ত ছিল। তার এত বড় পরিবর্তন কীভাবে হল? মরহুমা মেয়েটি বলল: কবরস্থানের পাশ দিয়ে একটি লোক যাচ্ছিলেন। লোকটি **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাহমাতুল্লীল আলামীন** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করেছিলেন। তাঁর সেই দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে **আল্লাহ্ তাআলা** ৫৬০ জন কবরবাসীর উপর থেকে আজাব উঠিয়ে নিয়েছেন।

(আত-তাযকিরাতু ফি আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুবিল আখিরাতি, ১ম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)

তাঁর উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে জানা গেল, আগেকার দিনের মুসলমানদের মাঝে বুজর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِیۡن প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতা ছিল। তাঁদের বরকতে লোকজনের সমস্যাগুলোরও সমাধান হয়ে যেত। এটাও জানা গেল যে, মৃতদেরকে স্বপ্নে দেখার ইচ্ছা পোষণ করাও এক ধরনের কঠিন পরীক্ষা। কেননা, মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে আযাবে দেখে নেওয়ার মাধ্যমে দুশ্চিন্তার মুখোমুখিও হতে হয়। এই ঘটনাটি থেকে ইছালে সাওয়াবের এক জবরদস্ত বরকতও জানা গেল। এও বুঝা গেল যে, কেবল মাত্র এক বার দরূদ শরীফ পাঠ করেও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে। **আল্লাহ্ তাআলা**র অসীম রহমতের কথাই বা কী বলব! তিনি যদি কেবল এক বার দরূদ শরীফ পাঠ করাও কবুল করে নেন, কেবল এক বার পড়া দরূদের ইছালে সাওয়াবের বরকতে সম্পূর্ণ কবরস্থানবাসীদের উপর থেকে চলমান আজাবও উঠিয়ে নিয়ে থাকেন এবং সকলকে বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার দিয়ে ধন্য করে দেন।

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

লাজ রাখ্ লে গুনাহগারোঁ কি
নাম রাহমান হে তেরা ইয়া রব।
বে সবব বখশ দেয় না পুছ আমল
নাম গাফফার হে তেরা ইয়া রব।
তু করীম আওর করীম ভি এয়ছা
কেহ নেহিঁ জিছ কা দোছরা ইয়া রব।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের যাদের পিতা-মাতা বা যে কোন একজন ইন্তেকাল হয়ে গেছেন, তাদের উচিত আপন পিতা-মাতার প্রতি উদাসীন না হওয়া। তাঁদের কবরগুলোতে গিয়ে জেয়ারত করতে থাকবেন এবং ইছালে সাওয়াবও করতে থাকবেন। এই ব্যাপারে ৫টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

(১) মকবুল হজ্বের সাওয়াব

যে ব্যক্তি সাওয়াবের নিয়্যতে পিতা-মাতা বা তাদের যে কোন একজনের কবর জেয়ারত করবে, সে ব্যক্তি একটি মকবুল হজ্বের সাওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি আপন পিতা-মাতার কবর বেশি বেশি জেয়ারত করে থাকে, সেই ব্যক্তির (অর্থাৎ যখন সে ইন্তিকাল করবে) তার কবর জেয়ারত করার জন্য স্বয়ং ফেরেশতা নাযিল হবেন।

(নাওয়াদিরুল উছুল লিল হাকীমিত তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) দশটি হজ্বের সাওয়াব

যে আপন পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্ব করবে, তাদের (পিতা-মাতার) পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় হয়ে যাবে, সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ সম্পাদনকারী) আরো দশটি হজ্বের সাওয়াব লাভ করবে।

(দারে কুত্নী, ২য় খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৮৭)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

سُبۡحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনি যদি নফল হজ্বের সুযোগ পেয়ে যান, তাহলে আপনার মরহুম পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্ব করে নিন। এতে করে তারাও হজের সাওয়াব পাবেন এবং আপনারও হজ্ব হয়ে যাবে। আপনি বরং বাড়তি দশটি হজ্বের সাওয়াব পাবেন। আপনার পিতা-মাতার মধ্য থেকে কেউ যদি এমন অবস্থায় ইন্তেকাল হয়ে যান যে, তাঁর উপর হজ্ব ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব করতে পারেননি, তাহলে এমতাবস্থায় সন্তানের উচিত, বদলী হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করা। হজ্বে বদল সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"রফিকুল হারামাঈন"** নামক (উর্দূ) কিতাবের ২০৮ থেকে ২১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়ণ করুন।

(৩) মাতা-পিতার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত

তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নফল স্বরূপ দান-খয়রাত করে, তাহলে যেন পিতা-মাতার পক্ষ থেকে করে। কেননা, সেই দান-খয়রাতের সাওয়াব তারাও পাবে এবং দানকারীর সাওয়াবেও কোন প্রকার ঘাটতি হবে না। (শুআবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা, হদীস: ৭৯১১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) রুজি-রোজগারে বরকত না হওয়ার কারণ

বান্দা যখন নিজের পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা বন্ধ করে দেয়, তখন তার রুজি-রোজগারে বরকত কমে যায়।

(জামউল জাওয়ামী, ১ম খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৩৮)

(৫) জুমার দিন কবর জেয়ারতের ফযীলত

যে ব্যক্তি জুমার দিন আপন পিতা-মাতার বা তাদের যে কোন একজনের কবর জেয়ারত করবে এবং তাদের কবরের পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(আল কামিল লি ইবনি আদী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

লাজ রাখ্ লে গুনাহগারোঁ কি
নাম রাহমান হে তেরা ইয়া রব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কাফন ছিঁড়ে গেছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার রহমতের কোন সীমা নেই। যেসব মুসলমান দুনিয়া হতে বিদায় হয়ে যায়, তাদের জন্যও তিনি তাঁর দয়া ও বদান্যতার দরজাসমূহ খুলে রেখেছেন। **আল্লাহ্ তাআলার** অশেষ রহমত সম্পর্কিত ঈমান তাজাকারী একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। পড়ুন এবং আন্দোলিত হোন। যেমন: **আল্লাহ্ তাআলা**র নবী হযরত সায়্যিদুনা আরমিয়া عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এমন কতগুলো কবরের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন যেগুলোতে আযাব হচ্ছিল। এক বৎসর পর যখন একই পথ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন তখন সেগুলোতে আযাব ছিল না। **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আরজ করলেন: **হে আল্লাহ্!** কী ব্যাপার? প্রথমে এদের উপর আযাব হচ্ছিল আর এখন দেখছি আজাব আর নেই? আওয়াজ এলো: হে আরমিয়া! তাদের কাফন ছিঁড়ে গেছে। চুল উপড়ে গেছে, আর কবরগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই আমি তাদের উপর দয়া করেছি, আর এমনসব লোকদের উপর আমি দয়াই করে থাকি।

(শরহুস সুদূর লিস সুয়ূতী, ৩১৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ কি রহমত ছে তো জান্নাত হি মিলে গি
এ্যায় কাশ! মহল্লে মেঁ জাগা উন্ কে মিলি হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ইছালে সাওয়াবের তিনটি ঈমান তাজাকারী মর্যাদা

(১) দোআর ফযীলত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উম্মতরা কবরে গুনাহ্ নিয়ে প্রবেশ করবে, আর বের হবে গুনাহ্‌বিহীন অবস্থায়। কেননা, মুমিনদের দোআর কারণে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

(আল মুজামুল আওসাত, ১ম খন্ড, ৫০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) ইছালে সাওয়াবের জন্য অপেক্ষা

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কবরে মুর্দাদের অবস্থা হচ্ছে; পানিতে ডুবন্ত মানুষের ন্যায়। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে, তার মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের দোআ করার দিকে। কেউ যখন দোআ পাঠিয়ে থাকে, তখন সেটি তার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে সব কিছু থেকে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। কবরবাসীদের জন্য সংশ্লিষ্টদের পাঠানো হাদিয়ার সাওয়াবকে **আল্লাহ্ তাআলা** পাহাড়ের সমতূল্য করে তাদের দান করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের বড় উপহার হচ্ছে, মাগফিরাতের দোআ করা।

(শুআবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

মৃত ব্যক্তির রূহগুলো ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াবের আকাঙ্খা করতে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেল যে, মৃত ব্যক্তিরা তাদের কবরে আগত লোকদের চিনতে পারে। জীবিতদের দোয়ার কারণে তাদের উপকারও সাধিত হয়। জীবিতদের পক্ষ থেকে যখন মৃতদের জন্য ইছালে সাওয়াব আসা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তারা তাও বুঝতে পারে। আর **আল্লাহ্ তাআলা** তাদেরকে অনুমতি দেন যে, তখন তারা ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াবের আকাঙ্খা করে। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ৬৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'গারাইব' ও 'খাযানা' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: মুমিনদের রূহগুলো প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে, ঈদের দিনে, আশুরার দিনে এবং শবে বরাতের রাতে নিজ নিজ ঘরের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আর রূহগুলো অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে ডাক দিয়ে দিয়ে বলে, হে আমার পরিবার-পরিজনেরা! হে আমার সন্তান-সন্ততিরা! হে আমার প্রতিবেশীরা! (আমাদের ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে) দান-খয়রাত করে তোমরা আমাদের উপর দয়া কর।

হে কউন কেহ্ গিরিয়া করে, ইয়া ফাতেহা কো আয়ে
বে কছ কে উঠায়ে তেরি রহমত কে ভরন ফুল।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) সকলের জন্য মাগফিরাতের দোআ করার ফযীলত

মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি সমস্ত মুমিন নর-নারীর জন্য মাগফিরাতের দোআ করবে, সেই ব্যক্তির জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** প্রতিটি মুমিন নর ও নারীর বদলায় একটি করে নেকী লিখে দেন।"

(মুসনাদুশ্ শামিয়ীন লিত্ তাবরানী, ২য় খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৫৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

লক্ষ-কোটি নেকী অর্জনের সহজ পন্থা মিলে গেল!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের আনন্দিত হওয়ার বিষয় যে, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নেকী অর্জনের সহজ পন্থা মিলে গেছে। প্রকাশ্য বিষয় যে, বর্তমানে **আল্লাহ্ তাআলার** দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান বিদ্যমান রয়েছে। লক্ষ-কোটি বরং অগণিত মুসলমান দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। আমরা যদি সমস্ত মুমিনদের জন্য মাগফিরাতের দোআ করি তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ লক্ষ-কোটি নয় বরং অসংখ্য অগণিত সাওয়াবের খণির মালিক হয়ে যেতে পারব। আমি নিজের ও সমস্ত মুমিন-মুমিনাতের জন্য মাগফিরাতের দোআ লিখে দিচ্ছি। (আগে পরে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন) اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ অসংখ্য সাওয়াবের মালিক হতে পারবেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَّ مُؤْمِنَةٍ-

অর্থ: **হে আল্লাহ!** তুমি আমার এবং সমস্ত মুমিন নর-নারীর গুনাহ্‌সমূহ মাফ করে দাও। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আপনারাও উপরে প্রদত্ত দোআটি আরবিতে বা বাংলাতে কিংবা উভয় ভাষায় এখন পড়ুন, আর সম্ভব হলে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরও পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিন।

বে সবব বখ্‌শ দে না পুছ্‌ আমল
নাম গফ্‌ফার হে তেরা ইয়া রব! (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

নূরানী পোশাক

কোন বুজুর্গ ব্যক্তি নিজের মৃত ভাইকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: জীবিতদের দোআ কি তোমরা মৃতদের নিকট পৌঁছে থাকে? মৃত ভাইটি জবাবে বলল: হ্যাঁ, **আল্লাহ্‌র কসম!** সেগুলো নূরানী পোশাকের রূপ ধরে আসে। আমরা সেগুলো পরিধান করে থাকি। (শরহুস সুদূর, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

জলওয়ায়ে ইয়ার ছে হো কবর আবাদ
ওয়াহশতে কবর ছে বাচা ইয়া রব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নূরানী তশতরী (বড় থালা)

বর্ণিত আছে: কোন ব্যক্তি যখন মৃতদের জন্য ইছালে সাওয়াব করে থাকে, তখন হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام সেগুলোকে একটি নূরানী তশতরীতে (বড় থালা) করে নিয়ে তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যান। আর বলেন: হে কবরবাসী! এই উপহারগুলো তোমার পরিবারের সদস্যরা তোমার জন্য পাঠিয়েছে। এগুলো একটু কবুল করে নাও। এ কথা শুনে সেই কবরবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যায়, আর তার (কবরের) প্রতিবেশীরা নিজেদের বঞ্চিত হওয়ার কারণে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে যায়।

(প্রাগুপ্ত, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

কবর মেঁ আহ! ঘোপ আন্ধেরা হে
ফজল ছে কর দেয় চাঁদনা ইয়া রব।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত লোকদের সমান সংখ্যক প্রতিদান

প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে কবরস্থানে গিয়ে এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করতঃ মৃতদের রূহে সেগুলোর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দেবে, তবে সেই ইছালে সাওয়াবকারী ব্যক্তি মৃতদের সংখ্যার সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে।"

(জমউল জাওয়ামি লিস সুয়ূতী, ৮ম খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩১৫২)

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কবরবাসী সবাইকে সুপারিশকারী বানানোর আমল

নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস ও সূরা তাকাছুর পাঠ করার পর এই দোআ করবে যে, **হে আল্লাহ!** আমি পবিত্র কুরআন থেকে যা যা তিলাওয়াত করলাম, সেগুলোর সাওয়াব এই কবরস্থানের বাসিন্দা যে সমস্ত নর-নারীর রয়েছে, তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। তবে তারা সবাই সেই (ইছালে সাওয়াবকারী) ব্যক্তিটির জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।

(শরহুস সুদূর, ৩১১ পৃষ্ঠা)

হার ভালে কি ভালায়ি কা সদকা
ইস্ বুরে কো ভি কর ভালা ইয়া রব। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সূরা ইখলাসের ইছালে সাওয়াবের কাহিনী

হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ মক্কী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡه বলেছেন: এক রাত্রে আমি মক্কা শরীফের কবরস্থানে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, কবরবাসীরা সবাই দল বেঁধে বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম: কিয়ামত হয়ে গেল বুঝি? তারা বলল: না। আসল কথা হল একজন মুসলমান ভাই সূরা ইখলাস পড়ে আমাদের উপর ইছালে সাওয়াব করেছেন। আমরা এখন সেই সাওয়াবকে এক বৎসর যাবৎ বণ্টন করছি। (শরহুস সুদূর, ৩১২ পৃষ্ঠা)

সাবাকাত রাহমাতী আ'লা গদ্ববী
তু নে জব ছে সুনা দিয়া ইয়া রব!
আসরা হাম গুনাহগারোঁ কা
আওর মজবুত হো গেয়া ইয়া রব! (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

উম্মে সা'আদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর জন্য কূপ

হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ ইবনে উবাদাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরজ করলেন; **ইয়া রসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! আমার আম্মাজান ইন্তেকাল হয়ে গেছেন। (আমি তাঁর পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করতে চাই)। কী ধরনের সদকা উত্তম হবে? **হুরকারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **'পানি'**। অতএব, তিনি একটি কূপ খনন করে দিলেন। আর ঘোষণা দিলেন: هٰذِہٖ لِاُمِّ سَعْد 'অর্থাৎ এই কূপটি সা'আদের মায়ের জন্য'। (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৮১)

'গাউছে পাকের ছাগল' বলা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কর্তৃক 'এই কূপটি সাআদের মায়ের জন্য' উক্তিটির অর্থ হচ্ছে 'এই কূপটি সা'আদের মায়ের ইছালে সাওয়াবের জন্য'। এটার মাধ্যমে বুঝা গেল যে, মুসলমানদের গরু বা ছাগল ইত্যাদিকে বুজুর্গদের নামের সাথে সম্বোধিত করাতে কোন বাধা নেই। যেমন; কেউ বলল, 'এটি সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর ছাগল'। কেননা, এই কথা বলার মাধ্যমে বক্তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই ছাগলটি সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর ইছালে সাওয়াবের জন্য। স্বয়ং কুরবানীর জন্তুকেও তো মানুষ একে অন্যের দিকে সম্বোধিত করে থাকে। যেমন; কেউ কুরবানীর জন্তু নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল; ছাগলটি কার? তখন সে তো এভাবেই বলে, 'এ ছাগল আমার'। অথবা বলে 'আমার মামার'। এ ধরনের উক্তিকারীর বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তো 'গাউছে পাকের ছাগল' বলাতেও কোন রূপ আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকৃত অর্থে প্রত্যেক কিছুর মূল মালিক একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলাই**। আর কুরবানীর ছাগল হোক কিংবা গাউছে পাকেরই হোক জবাই করার সময় একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** নামই উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সকলকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইছালে সাওয়াবের ১৯টি মাদানী ফুল

(১) 'ইছালে সাওয়াব' কথাটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'সাওয়াব পৌঁছিয়ে দেওয়া'। একে সাওয়াব দান করাও বলা হয়। কিন্তু বুজুর্গদের শানে সাওয়াব দান করা বলা সমীচীন নয়। আদব হল: 'সাওয়াব পেশ করা' বলা। ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: **হুজুর আকদাস, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সহ যে কোন নবী ও ওলীর ব্যাপারে সাওয়াব দান করা বলা বে-আদবী। দান করা হতে পারে বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি। এ ক্ষেত্রে বরং বলবেন: 'পেশ করা' বা 'হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করা' ইত্যাদি। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬তম খন্ড, ৬০৯ পৃষ্ঠা)

(২) ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, তিলাওয়াত, নাত শরীফ, জিকরুল্লাহ, দরূদ শরীফ, বয়ান, দরস, মাদানী কাফেলায় সফর, মাদানী ইনআমাত, নেকীর দাওয়াতের জন্য এলাকায়ী দাওরা, দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন, মাদানী কর্মকাণ্ডের জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ ইত্যাদি যে কোন কাজ ইছালে সাওয়াব করতে পারেন।

(৩) মৃতব্যক্তির জন্য 'তীজা' (মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে ফাতিহাখানির অনুষ্ঠান) করা, দশম দিবসে ফাতিহাখানির অনুষ্ঠান করা, চেহলাম করা এবং বার্ষিক ফাতিহা অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত ভাল ও সাওয়াবের কাজ। এগুলো ইছালে সাওয়াবেরই এক একটি মাধ্যম। শরীয়াতে তীজা ইত্যাদি জায়েয না হওয়ার পক্ষে কোন দলিল না থাকাই হচ্ছে এগুলো জায়েয হওয়ার প্রমাণ। মৃতদের জন্য জীবিত কর্তৃক দোআ করা স্বয়ং পবিত্র কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত।

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

যা মূলত: ইছালে সাওয়াবেরই মূল দলিল। যথা: ২৮ পারার সূরা হাশরের ১০ম আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন:

وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা তাদের পরবর্তীতে এসে আরজ করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও আর আমাদের সেসব ভাইদের মাফ করে দাও যারা আমাদের পূর্বে বিদায় হয়ে গেছে।

﴾৪﴿ তীজা ইত্যাদির ভোজের ব্যবস্থা কেবল সেই অবস্থাতেই মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে করা যাবে, যখন মৃত ব্যক্তিটি ওয়ারিশগণকে বালেগ অবস্থায় রেখে যাবে এবং সকলে এর অনুমতিও দিবে। একজন ওয়ারিশও যদি না-বালেগ থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে তা হারাম। হ্যাঁ, বালেগরা তাদের অংশ থেকে করতে পারে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২২ পৃষ্ঠা)

﴾৫﴿ যেহেতু তীজার ভোজ সাধারণত নিমন্ত্রণের রূপেই হয়ে থাকে, তাই তা ধনীদের জন্য জায়েয নেই; কেবল অভাবীরাই খাবে। তিন দিনের পরেও যে কোন মৃতের ভোজ থেকে ধনীদের (যারা মিসকীন নয় তাদের) বিরত থাকা উচিত। ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ৬৬৭ পৃষ্ঠা থেকে মৃতের ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ভোজ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নোত্তর লক্ষ্য করুন।

প্রশ্ন: কথিত আছে طَعَامُ الْمَيِّتِ يُمِيْتُ الْقَلْبَ 'অর্থাৎ মৃতদের ইছালে সাওয়াবের ভোজ কলবকে মৃত বানিয়ে দেয়' উক্তিটি নির্ভরযোগ্য কি না? যদি নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে, তা হলে উক্তিটির মর্মার্থ কী? **উত্তর:** গবেষণা করে দেখা গেছে যে, সেটির অর্থ হল: যেসব লোক মৃতদের উদ্দেশ্যে ভোজের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে থাকে, তাদের অন্তর মরে যায়। যার মধ্যে যিকির কিংবা **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্যমূলক কর্মকাণ্ডের কোনই ভাব নেই।

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা’আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।” (মিশকাত শরীফ)

সে কেবল উদরপূর্তির জন্য কাঙ্গালিভোজের অপেক্ষায় থাকে। অথচ আহার করার সময় মৃত্যুর কথা ভুলে থাকে আর আহারের স্বাদের প্রতি বিভোর থাকে। **আল্লাহ তাআলাই** ভাল জানেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৬৬৭ পৃষ্ঠা)

﴾৬﴿ মৃতের পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে যদি তীজার ভেজের ব্যবস্থা করা হয়, সেই ভোজ ধনীরা খাবে না; কেবল ফকীর-মিসকিনদের খাওয়ানো হবে। যথা; মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **‘বাহারে শরীয়াত’** কিতাবের প্রথম খন্ডের ৮৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে তীজার দিন কাউকে দাওয়াত করা না-জায়েয ও বেদআতে কবীহা বা খারাপ বেদআত। কেননা, শরীয়াত মতে দাওয়াত হতে পারে কেবল আনন্দের অনুষ্ঠানগুলোতেই; শোকের অনুষ্ঠানগুলোতে না। অভাবীদের খাওয়ানোই উত্তম। (প্রাগুপ্ত, ৮৫৩ পৃষ্ঠা)

﴾৭﴿ আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এমনিতেই ইছালে সাওয়াবের নিয়্যত ব্যতিরেকে কেবল রীতি হিসাবে যেসব চেহলম, ষান্মাসিক বা বার্ষিক ভোজের আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং বিয়ে শাদীর উপহারের মত আত্মীয়-স্বজনের নিকট বন্টন করা হয়ে থাকে, তা ভিত্তিহীন। এসব রীতি পরিহার করা উচিত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৬৭১ পৃষ্ঠা) বরং এসব ভোজ ইছালে সাওয়াব এবং অন্য আরো ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে করা উচিত। কেউ যদি ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে এসব ভোজের ব্যবস্থা নাও করে থাকে, তাতেও কোন বাধা নেই।

﴾৮﴿ এক দিনের শিশুর জন্যও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে। তার তীজা ইত্যাদি করাতেও কোন বাধা নেই। যারা জীবিত রয়েছে, তাদের জন্যও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে।

﴾৯﴿ নবী-রসুল عَلَيْهِمُ السَّلَام, ফেরেশতা ও মুসলমান জ্বিনদের জন্যও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে।

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

﴾১০﴿ গেয়ারভী শরীফ, রজবী শরীফ (অর্থাৎ পবিত্র রজব মাসের ২২ তারিখে সায়্যিদুনা হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কুন্ডা শরীফ করা ইত্যাদি জায়েয রয়েছে। কুন্ডাতে ক্ষীর মাটির পাত্রে করে খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। অন্য যে কোন পাত্রে করেও খাওয়ানো যাবে। সেটিকে ঘরের বাইরেও নিয়ে যাওয়া যাবে, আর সেসব অনুষ্ঠানাদিতে যেসব কাহিনী পড়া হয়ে থাকে সেগুলো ভিত্তিহীন। ইয়াসীন শরীফ পাঠ করে ১০ বার কুরআন খতমের সাওয়াব অর্জন করবেন, আর কুন্ডাতে ক্ষীর খাওয়ার পাশাপাশি তাঁর জন্য ইছালে সাওয়াবেরও ব্যবস্থা করবেন।

﴾১১﴿ অভিনব পুঁথি, রাজপুত্রে মস্তক, বিবিদের কাহিনী এবং জনাবা সৈয়দার কাহিনী ইত্যাদি সবই বানানো। এগুলো কখনো পড়বেন না। অনুরূপ 'অছিয়তনামা' নামের ন্যামপ্লেট বন্টন করা হয়ে থাকে, যাতে উল্লেখ থাকে জনৈক 'শেখ আহমদের' স্বপ্ন, এগুলোও বানোয়াট। সেগুলোর নিচের দিকে এত এত কপি ছাপিয়ে অন্যদের নিকট বন্টন করার জোর আহ্বান জানানো হয়ে থাকে, না করলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির হবে বলেও লিখে দেওয়া হয়, এসবেও কোন গুরুত্ব দিবেন না।

﴾১২﴿ আউলিয়ায়ে কেরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ইছালে সাওয়াবের এসব ভোজকে সম্মানার্থে 'নজর ও নেয়াজ' বলা হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে তাবাররুক। ধনী-গরীব সবাই এ ভোজ খেতে পারবে।

﴾১৩﴿ নেয়াজ ইত্যাদি ভোজের অনুষ্ঠানাদিতে ফাতেহা পড়ানোর জন্য কাউকে দাওয়াত দিয়ে আনা কিংবা বাইরের কাউকে মেহমান হিসাবে আনার কোন শর্ত নেই। পরিবারের সবাই মিলে কিংবা নিজেও যদি ফাতেহা পড়ে খেয়ে নেয় তবু কোন অসুবিধা নেই।

﴾১৪﴿ দৈনিক আহার যত বারই করে থাকেন, প্রতি বারেই ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে কোন না কোন বুজুর্গ ব্যক্তির ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্য করে নিবেন। তা হলে খুব উত্তম হয়।

যেমন ধরুন: আপনি নাস্তা করার সময় নিয়্যত করতে পারেন, আজকের নাশতার সাওয়াব **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে সমস্ত নবীগণের দরবারে দরবারে পৌঁছে যাক। দুপুরের খাবারের সময় নিয়্যত করবেন, এই দুপুরের খাবারের সাওয়াব ছরকারে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সহ সমস্ত আউলিয়াগণের রূহে রূহে পৌঁছে যাক। রাতের খাবারের সময় নিয়্যত করবেন; এই রাতের খাবারের সাওয়াব পৌঁছে যাক ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সহ সমস্ত মুসলমান নর-নারীর আত্মায় আত্মায়। অথবা আপনি প্রতি বারের খাবারে উপরের সকলেরই উদ্দেশ্যে ইছালে সাওয়াব করতে পারেন। এটিই সব চেয়ে সুন্দর ও সমীচীন। মনে রাখবেন, ইছালে সাওয়াব কেবল তখনই হতে পারে, যখন খাবারটি কোন ভাল নিয়্যতে খাওয়া হবে। যেমন: ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হলে, সেই খাবারে আলাদা সাওয়াব রয়েছে। আর সেটির ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে। যদি একটিও ভাল নিয়্যত না থাকে, সে খাবার খাওয়া মুবাহ্; তাতে সাওয়াবও নেই, গুনাহ্ও নেই। অতএব, যে খাবারে সাওয়াবই নেই, সে খাবারের ইছালে সাওয়াব কীভাবে হতে পারবে? তবে অন্যদেরকে যদি সাওয়াবের নিয়্যতে আহার করানো হয়, তা হলে সেই সাওয়াবটুকু অবশ্যই ইছাল করা যাবে।

﴾১৫﴿ ভাল ভাল নিয়্যত নিয়ে আহার করানোর জন্য তৈরি খাবার নিয়ে আহার করানোর পূর্বেও ইছালে সাওয়াব করা যায় কিংবা পরেও করা যায়। উভয় ভাবেই জায়েয।

﴾১৬﴿ সম্ভব হলে প্রতি দিন (লাভ থেকে নয়) বিক্রিলব্ধ টাকার শতকরা এক চতুর্থাংশ (অর্থাৎ প্রতি চার শত টাকায় এক টাকা) করে এবং আপনার কর্মচারীদের মাসিক বেতন থেকে মাসে অন্ততঃ শতকরা এক টাকা হারে ছরকারে গাউছে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নেয়াজের উদ্দেশ্যে আলাদা করে নিবেন।

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

সেই টাকা দিয়ে ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দ্বীনি কিতাবাদি ক্রয় করবেন অথবা অন্য যে কোন ভাল কাজে ব্যয় করবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেটির বরকত আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।

﴾১৭﴿ মসজিদ নির্মাণ বা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা 'সদ্‌কায়ে জারিয়া' এবং সর্বোৎকৃষ্ঠ ইছালে সাওয়াব।

﴾১৮﴿ যত জনকেই আপনি ইছালে সাওয়াব করুন না কেন, **আল্লাহ্**র রহমতে আশা করা যায় যে, সকলেই পূর্ণ রূপেই সাওয়াব পাবে। এ নয় যে, সাওয়াবগুলো তাদের প্রত্যেকের কাছে ভাগ-বন্টন হবে। ইছালে সাওয়াবকারীর সাওয়াবেও কোন ধরনের ঘাটতি হবে না। বরং আশা করা যায় যে, যত জনের জন্যই ইছালে সাওয়াব করা হয়েছে তাদের সকলের সমপরিমাণের সাওয়াব ইছালে সাওয়াবকারীর জন্যও হবে। যেমন; ধরুন, কেউ একটি নেক কাজ করল। সেটিতে সে দশটি নেকী পেল। সে সেই দশটি নেকী দশজনকে ইছালে সাওয়াব করল। তাহলে প্রত্যেকে দশটি করেই নেকী পাবে। পক্ষান্তরে ইছালে সাওয়াবকারী একশত দশটি নেকী পাবে। সে যদি এক হাজার জনের জন্য ইছালে সাওয়াব করে, তাহলে সে দশ হাজার দশটি নেকী পাবে। এভাবে বুঝে নিতে পারেন।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪ অংশ, ৮৫০ পৃষ্ঠা)

﴾১৯﴿ ইছালে সাওয়াব করা যাবে কেবল মুসলমানদের জন্যই। কাফির কিংবা মুরতাদের জন্য ইছালে সাওয়াব করা বা তাদের 'মরহুম', 'জান্নাতবাসী', 'বৈকুণ্ঠবাসী', 'স্বর্গবাসী' ইত্যাদি বলা কুফরি।

ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি

ইছালে সাওয়াব বা কারো জন্য সাওয়াব পৌঁছিয়ে দেবার জন্য অন্তরে নিয়্যত করে নেওয়াই যথেষ্ট। মনে করুন; আপনি কাউকে একটি টাকা দান করলেন কিংবা একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলেন অথবা কাউকে একটি সুন্নাত শিখালেন নতুবা কাউকে ইনফিরাদি কৌশিশের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত দিলেন অথবা সুন্নাতে ভরা বয়ান করলেন।

www.AmarIslam.com

মোট কথা; যে কোন নেক কাজ করলেন, আপনি মনে মনে এভাবে নিয়্যত করে নিন: আমি এই মাত্র যে সুন্নাতটি শিক্ষা দিলাম, সেটির সাওয়াব **ছরকারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পৌঁছে যাক। তবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلّ সাওয়াব পৌঁছে যাবে। তাছাড়া আরো যাদের জন্য নিয়্যত করবেন, তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে। মনে মনে নিয়্যত করার সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করে নেওয়াও উত্তম। কেননা, এটি সাহাবী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। যেমন; হযরত সা'আদ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর হাদীস। তিনি কূপ খনন করে বলেছিলেন هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعد 'অর্থাৎ এই কূপটি সা'আদের মায়ের জন্য'।

ইছালে সাওয়াবের প্রচলিত নিয়ম

বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে ভোজকে কেন্দ্র করে ফাতেহার যে নিয়মটি প্রচলিত রয়েছে সেটিও অত্যন্ত চমৎকার। যেসব খাবারের ইছালে সাওয়াব করবেন সেসব খাবার কিংবা প্রত্যেক আইটেম থেকে কিছু কিছু তুলে নিয়ে এক গ্লাস পানি সহ আপনার সামনে রাখুন।

এবার

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

পাঠ করে এক বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿۴﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ۠﴿۶﴾

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

তিন বার

K بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ

کُفُوًا اَحَدٌ ٪﴿۴﴾

এক বার

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ٪﴿۵﴾

এক বার

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ

الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ

الۡجِنَّةِ وَ النَّاسِ ٪﴿۶﴾

www.dawateislami.net
I.T. Majlis of DawateIslami

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

এক বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

এক বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾
اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

এবার নিচের ৫টি আয়াত পাঠ করবেন:

(১) وَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৬৩।)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

﴾২﴿ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۵۶﴾

(পারা: ৮, সূরা: আরাফ, আয়াত: ৫৬।)

﴾৩﴿ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۰۷﴾

(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭।)

﴾৪﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ
النَّبِیّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۴۰﴾

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৪০।)

﴾৫﴿ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓىٕكَتَهٗ یُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِیِّ ؕ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا
عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا ﴿۵۶﴾ (পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৫৬।)

তার পর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ اٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ
وَ سَلَّمَ صَلٰوةً وَّ سَلَامًا عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

এর পর নিচের দোআটি পাঠ করবেন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۱۸۱﴾
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۸۲﴾

www.AmarIslam.com

এবার ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি উচ্চ স্বরে 'আল ফাতিহা' শব্দটি বলবেন। উপস্থিত সবাই নিম্ন স্বরে সূরা ফাতিহাটি পাঠ করবেন। এর পর ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি এভাবে ঘোষণা দিবেন: **'প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা যা যা পাঠ করলেন সেগুলোর সাওয়াব আমাকে দান করে দিন'। উপস্থিত সকলে বলবেন: 'আপনাকে দিয়ে দিলাম'। এবার ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি ইছালে সাওয়াব করে দিবেন।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফাতিহার পদ্ধতি

ইছালে সাওয়াবের শব্দগুলো লিখার পূর্বে ইমামে আহ্লে সুন্নাত আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফাতিহার আগে যেসব সূরাগুলো পাঠ করতেন সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হল।

এক বার:

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۝۱ اَلرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝۲ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ۝۳

اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ۝۴ اِهۡدِ نَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۝۵ صِرَاطَ

الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ۬ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ ۝۷

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

এক বার:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

اَللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُہٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَہٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِہٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡہِمۡ وَ مَا خَلۡفَہُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِہٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُہٗ حِفۡظُہُمَا ۚ وَ ہُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

তিন বার:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰہُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

ইছালে সাওয়াবের দোআ করার পদ্ধতি

হে আল্লাহ! যা কিছু আমরা পাঠ করলাম (খাবারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকলে সেটির উল্লেখও করবেন যথাযথ ভাবে), যে সব খাবারের ব্যবস্থা করা হল, আজকের এই মূহুর্ত পর্যন্ত আমরা যেসব সামান্য আমল করতে পেরেছি, সেগুলো আমাদের অসম্পূর্ণ আমলের মত করে নয়, বরং তোমার পরিপূর্ণ রহমতের মত করে কবুল করে নাও। সেগুলোর সাওয়াব আমাদের সকলের পক্ষ থেকে **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, তোমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নূরানী দরবারে হাদিয়া স্বরূপ পৌঁছিয়ে দাও।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

তোমার হাবীবের সদকায় সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام, সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان, সকল আউলিয়ায়ে এজাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام গণের দরবারে দরবারে পৌঁছিয়ে দাও। **ছরকারে মদীনা, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে আরম্ভ করে আজকের এই মূহুর্ত পর্যন্ত যে সমস্ত মানব ও দানব মুসলমান হয়েছেন অথবা কিয়ামত পর্যন্ত হয়ে থাকবেন সকলের আত্মার উপর এর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দাও। বিশেষ ভাবে যেসব বুজুর্গানে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ইছালে সাওয়াব করা হচ্ছে তাঁদের নামও উল্লেখ করবেন। নিজের মাতা-পিতা সহ সকল আত্মীয়-স্বজন সহ পীর-মুর্শিদের উপরও ইছালে সাওয়াব পৌঁছিয়ে দিবেন। **মনে রাখবেন!** মৃতদের মধ্য থেকে যাঁদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তাঁরা আনন্দিত হন। আপনি যদি সকল মৃত ব্যক্তির নাম না নিতে পারেন তাহলে কেবল এটুকু বলবেন, **হে আল্লাহ্!** আজকের দিন পর্যন্ত যত যত মানুষ ঈমান গ্রহণ করে মুমিন হয়েছে প্রত্যেকের রূহে রূহে এগুলোর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দাও। (এভাবেও সকলের নিকট পৌঁছে যাবে)। এবার যথারীতি দোয়া শেষ করে দিবেন। (যেসব খাবার ও পানি সামনে রাখা হয়েছিল, সেগুলো পুনরায় খাবার ও পানির সাথে মিশিয়ে দিবেন)।

খাওয়ার দাওয়াতে বিশেষ সাবধানতা

যখনই আপনাদের এলাকায় নেয়াজ বা কোন ধরনের অনুষ্ঠান হয়, নামাযের জামাতের সময় হওয়ার সাথে সাথে শরীয়াত সম্মত কোন বাধা না থাকে, তাহলে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে সবাইকে এক সাথে জামাতের জন্য মসজিদে নিয়ে যাবেন। বরং এমন কোন দাওয়াতে যাবেন না, যে অনুষ্ঠানে গেলে **আল্লাহর পানাহ!** নামাযের সময় জামাত সহকারে নামায পড়ার সুবিধাই থাকে না। দুপুরের ভোজে জোহর নামাযের পরে এবং সন্ধ্যাকালীন ভোজে এশার নামাযের পরে মেহমান দাওয়াত দিলে বা-জামাত নামায পড়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়।

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

দাওয়াত দাতা, বাবুর্চি, সেচ্ছাসেবক সকলেরই উচিত জামাতের সময় হওয়ার সাথে সাথেই কাজ বাদ দিয়ে জামাত সহকারে নামায আদায় করতে চলে যাওয়া। বুজুর্গদের নেয়াজের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থেকে **আল্লাহ্**র জন্য আদায় করতে যাওয়া নামায জামাতের সাথে আদায় করার ক্ষেত্রে অলসতা করা নিতান্তই গুনাহ্।

মাজারে হাজিরী দেওয়ার পদ্ধতি

বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গের জীবদ্দশায়ও তাঁদের পায়ের দিক থেকে অর্থাৎ চেহারার সামনে হাজির হওয়া উচিত। পিছন দিক থেকে আগমন করার ক্ষেত্রে তাঁদের মুখ ফিরিয়ে দেখতে হয়। এতে করে তাঁদের কষ্ট হয়। তাই বুজুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی মাজারেও পায়ের দিক থেকেই হাজির হয়ে তাঁর কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে মাজারবাসীর চেহারার দিকে মুখ করে কম পক্ষে চার হাত অর্থাৎ দুই গজ দূরত্বে দাঁড়াবে এবং এভাবে সালাম আরজ করবে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ

১ বার সূরা ফাতিহা, ১১ বার সূরা ইখলাস (আগে পরে তিন বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করে) উভয় হাত উপরের দিকে তুলে ধরে উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী (মাজারবাসীর নাম নিয়েও) ইছালে সাওয়াব করবে এবং আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে। **'আহসানুল ভিআ'** কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: **আল্লাহ্**র ওলীদের মাজারের পাশে করা যে কোন দোআ কবুল হয়ে থাকে। (আহসানুল ভিআ, ১৪০ পৃষ্ঠা)

ইলাহী ওয়াসেতা কুল আউলিয়া কা
মেরা হার এক পুরা মুদ্দাআ হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত আত্মীয়-স্বজনদেরকে স্বপ্নে দেখার উপায়	২	নূরানী পোশাক	১০
মকবুল হজ্বের সাওয়াব	৪	নূরানী তশতরী (বড় থালা)	১০
দশটি হজ্বের সাওয়াব	৪	মৃত লোকদের সমান সংখ্যক প্রতিদান	১০
মাতা-পিতার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত	৫	কবরবাসী সবাইকে সুপারিশকারী বানানোর আমল	১১
রুজি-রোজগারে বরকত না হওয়ার করণ	৫		
জুমার দিন কবর জেয়ারতের ফযীলত	৫	সূরা ইখলাসের ইছালে সাওয়াবের কাহিনী	১১
কাফন ছিঁড়ে গেছে!	৬	উম্মে সাআদ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর জন্য কূপ	১২
ইছালে সাওয়াবের ৩টি ঈমান তাজাকারী মর্যাদা	৭	গাউছে পাকের ছাগল বলা কেমন?	১২
		ইছালে সাওয়াবের ১৯টি মাদানী ফুল	১৩
দোআর ফযীলত	৭	ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি	১৮
ইছালে সাওয়াবের জন্য অপেক্ষা	৭	ইছালে সাওয়াবের প্রচলিত নিয়ম	১৯
মৃত ব্যক্তির রূহগুলো ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াবের আকাঙ্খা করতে থাকে	৮	আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ফাতিহার পদ্ধতি	২৩
সকলের জন্য মাগফিরাতের দোআ করার ফযীলত	৮	ইছালে সাওয়াবের দোআ করার পদ্ধতি	২৪
		খাওয়ার দাওয়াতে বিশেষ সাবধানতা	২৫
লক্ষ-কোটি নেকী অর্জনের সহজ পন্থা মিলে গেল!	৯	মাজারে হাজিরী দেওয়ার পদ্ধতি	২৬
		সূচিপত্র ও তথ্যসূত্র	২৭

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন মজিদ	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী	আল কামিল	দারুল কিতাবুর ইলমিয়্যা, বৈরুত
আবু দাউদ	দারু ইহ্ইয়াউত্ তুরাসি আল আরবী, বৈরুত	আত তাজকিরা	দারুস সালাম, মিশর
দারু কুত্নি	মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফ	শরহুছ ছুদুর	মারকাযে আহ্লে সুন্নাত বারাকাত রেযা হিন্দ
মু'জামুল আউসাত	দারুল কিতাবুর ইলমিয়্যা, বৈরুত	আহ্সানুল ভিআ	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী
শুআবুল ঈমান	দারুল কিতাবুর ইলমিয়্যা, বৈরুত	ফতোয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফউন্ডেশন মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
নাওয়াদিরুল উসুল	মাকতাবাতুল ইমাম বুখারী	বহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী
মুসনাদুশ্ শামিয়ীন	মুয়াস্সাতুর রিসালা, বৈরুত	হাদায়িকে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী
জামউল জাওয়ামি	দারুল কিতাবুর ইলমিয়্যা, বৈরুত	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।
(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :
bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

লক্ষ-কোটি নেকী অর্জনের সহজ পন্থা মিলে গেল!

নবী করীম صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ والہٖ وسلَّم **ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি সমস্ত মুমিন নর-নারীর জন্য মাগফিরাতের দোআ করবে, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুমিন নর ও নারীর বদলায় একটি করে নেকী লিখে দেন।"**

(মুসনাদুশ্ শামিয়ীন লিত্ তাবারানী, ২য় খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৫৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের আনন্দিত হওয়ার বিষয় যে, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নেকী অর্জনের সহজ পন্থা মিলে গেছে। প্রকাশ্য বিষয় যে, বর্তমানে আল্লাহ্ তাআলার দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান বিদ্যমান রয়েছে। লক্ষ-কোটি বরং অগণিত মুসলমান দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। আমরা যদি সমস্ত মুমিনদের জন্য মাগফিরাতের দোআ করি তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عزوجل লক্ষ-কোটি নয় বরং অসংখ্য অগণিত সাওয়াবের খণির মালিক হয়ে যেতে পারব। আমি নিজের ও সমস্ত মুমিন-মুমিনাতের জন্য মাগফিরাতের দোআ লিখে দিচ্ছি। (আগে পরে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন) اِنْ شَآءَ اللّٰہ عزوجل অসংখ্য সাওয়াবের মালিক হতে পারবেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤْمِنَةٍ ـ

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং সমস্ত মুমিন নর-নারীর গুনাহ্সমূহ মাফ করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ والہٖ وسلَّم

আপনারাও উপরে প্রদত্ত দোআটি আরবিতে বা বাংলাতে কিংবা উভয় ভাষায় এখন পড়ুন। আর সম্ভব হলে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরও পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিন।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল- ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল- ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল- ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net

www.AmarIslam.com